



222485 - যবে ব্যক্তি রমযানরে দিনরে বলোয় স্ত্রী সহবাস করছে কনিতু রোযা রাখতে অক্ষম তার কাফ্ফারা

---

প্রশ্ন

যে নারীর সাথে তার স্বামী রমযানরে দিনরে বলোয় সহবাস করছে; সে নারী যদি লাগাতর দুই মাস রোযা রাখতে অক্ষম হয় তার শারীরিক দুর্বলতা ও ঋতুচক্রে কারণে তার কাফ্ফারার হুকুম কী?

প্রতি উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

রমযানরে দিনরে বলোয় সহবাসে লিপ্ত হওয়া রোযা ভঙগরে কারণসমূহরে মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য। এভাবে রোযা ভঙগার কারণে কাফ্ফারা ওয়াজবি হওয়ার সাথে ইস্তিগফার করা, তওবা করা এবং এ দিনরে রোযার কাযা পালন করা ওয়াজবি।

এ গুনার কাফ্ফারা হল নমিনোকৃত ক্রমধারায়: ক্রীতদাস আযাদ করা। যদি ক্রীতদাস না পায় তাহলে লাগাতর দুই মাস রোযা রাখা। যদি রোযা রাখতে সক্ষম না হয় তাহলে ষাটজন মসকীনকে খাদ্য দেওয়া।

অক্ষমতা বা সামর্থ্যহীনতার কারণ ছাড়া এক স্তররে কাফ্ফারা বাদ দিয়ে অপর স্তররে কাফ্ফারাতো যাওয়া জায়যে নয়।

আরও জানতে দেখুন: [106532](#) নং প্রশ্নোত্তর।

দুই:

সহবাসকালে স্ত্রী যদি ওজরগ্রস্ত হয়; যমেন- জবরদস্তি শিকার হওয়া, কথিবা ভুলে যাওয়া কথিবা রমযানে দিনরে বলোয় সহবাস করা যে হারাম সটো না জানা; তাহলে তার গুনাহ হবে না এবং তার উপর কাফ্ফারাও ওয়াজবি হবে না।

যে নারীর সাথে জবরদস্তি করে সহবাস করা হয়েছে সেই দিনে তার রোযা সহি হবে কনি— এ ব্যাপারে আলমেগণ মতভেদে করছেন। যারা রোযা রাখাকে ওয়াজবি বলছেন তাদের অভিমতকে ধর্তব্যে এনে তিনি যদি সতর্কতাস্বরূপ এ দিনরে বদলে অন্য একদিন রোযা রাখেন তাহলে সটো উত্তম।

আর যদি স্ত্রী তার স্বামীর অনুগত হয়ে সহবাসে লিপ্ত হয়, তার কোন ওজর না থাকে সেক্ষেত্রে তার উপর কাযা ও



কাফ্ফারা উভয়টি ওয়াজবি হবো। এটি জিমহুর আলমেহের অভিমত।

এ মাসয়ালাটি আরও বিস্তারিত জানতে দেখুন: [106532](#) নং প্রশ্নোত্তর।

তনি:

যদি কোন নারী তার ধর্তব্যযোগ্য স্বাস্থ্যগত অবস্থার কারণে রোযা রাখতে অক্ষম হন তাহলে তার উপর কাফ্ফারা হল: ষাটজন মসিকীনকে খাদ্য দেওয়া। সো নারী নজিহে এটা পরশিোধ করবনে কথিবা তার পক্ষ থেকে পরশিোধ করার জন্য স্বামীকে দায়িত্ব দবিনে।

স্থায়ী কমিটি আলমেগণ বলেন: "রমযানরে দিনরে বলোয় সহবাস করার কাফ্ফারা হচ্ছো পূর্বোক্ত ক্রমধারায়। তাই কটে দাস আযাদ করতে অক্ষম না হলে রোযা রাখার দকিহে যতে পারবে না। কটে রোযা রাখতে অক্ষম না হলে খাদ্য দেওয়ার দকিহে যতে পারবে না। যদি কোন ব্যক্তি দাস আযাদ ও রোযা রাখতে অক্ষম হওয়ার কারণে খাদ্য দেওয়ার সুযোগ গ্রহণ করনে তাহলে তনি ষাটজন গরীব-মসিকীন রোযাদারকে ইফতার করানো জায়হে হবো। এভাবে ইফতার করাতো হবো যাতো করে, স্থানীয় খাদ্য দিয়ে তারা পটে ভরে খতে পারে। এভাবে একবার নজিরে কাফ্ফারা হিসেবে এবং আরকেবার স্ত্রীর কাফ্ফারা হিসেবে খাওয়াবনে। কথিবা ষাটজন মসিকীনকে ষাট স্বা খাদ্য নজিরে কাফ্ফারা ও স্ত্রীর কাফ্ফারা হিসেবে প্রদান করবনে। প্রত্যকে মসিকীনকে এক স্বা করে দবিনে। এক স্বা-এর পরিমাণ হচ্ছো প্রায় তনি কলিগোগ্রাম।[ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়িমি (৯/২৪৫)]

চার:

রোযা রাখা শুরু করার পর যদি কারো হায়ে আরম্ভ হয় এতে করে তার কাফ্ফারার রোযার পরম্পরা নষ্ট হবো না। বরং হায়ে শুরু হলো তনি রোযা ভেঙে ফেলবনে। এরপর যখন পবিত্র হবনে তখন আগো যতটি রোযা রেখেছেন এরপর থেকে দুই মাসরে অবশিষ্ট রোযা পূরণ করবনে। কেনো হায়ে এমন একটি বিষয় যা আল্লাহ তাআলা আদমরে ময়েদে রেখেছেন। এতে কারো কোন হাত নহে। এটি আলমেদরে মাঝে সর্বসম্মত মত।

আরও বেশি জানতে দেখুন: [82394](#) নং প্রশ্নোত্তর।

পূর্বোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, প্রতি মাসে ঋতুচক্র ঘুরে আসা কথিবা কষ্ট হওয়ার আশংকা করা কোন ধর্তব্য ওজর নয়; যে ওজররে কারণে খাদ্য খাওয়ানোর সুযোগ গ্রহণ করা যতে পারে। বরং ওয়াজবি হল রোযা রাখা। এমনকি হায়ে হলও। অক্ষমতা ছাড়া তার উপর থেকে রোযা রাখার হুকুম মওকুফ হবো না।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।